

দ্বিতীয় শ্রেণির মূল্যায়ন বিষয়ে
শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : বিজ্ঞান
শ্রেণি: দ্বিতীয়
শিক্ষাবর্ষ : ২০২৪



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কার্যক্রম। আর মূল্যায়ন শিক্ষাক্রমের একটি অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। বর্তমানে পরিবর্তিত শিক্ষার পরিবেশে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক মানুষের চাহিদা পূরণে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন আসছে এবং আবশ্যিকীয়ভাবে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার্থী মূল্যায়নেরও রূপান্তর ঘটছে। এনসিটিবি “জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১” এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম (প্রাথমিক স্তর) প্রণয়ন করেছে। “জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১” অনুযায়ী সকল ধরনের শিখন মূল্যায়নের ভিত্তি হবে যোগ্যতা। এই মূল্যায়ন ব্যবস্থায় প্রচলিত মুখস্থনির্ভর পরীক্ষা পদ্ধতি থেকে সরে এসে বহুমাত্রিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা পরিমাপ করা হয়। এক্ষেত্রে যোগ্যতার মূল উপাদানসমূহ- জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির পৃথকভাবে মূল্যায়ন না করে এদের মিথস্ক্রিয়ায় অর্জিত সক্ষমতা অর্থাৎ যোগ্যতাকে মূল্যায়ন করা হয়। নতুন এই মূল্যায়ন ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পরিমাপ ও শিখন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শ্রেণিভিত্তিক অর্জনউপযোগী যোগ্যতা পরিমাপের জন্য কতগুলো পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য পারদর্শিতার নির্দেশক (Performance Indicator-PI) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি পারদর্শিতার নির্দেশকের তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকায় প্রতি অধ্যায়/যোগ্যতা শেষে পারদর্শিতার নির্দেশকের একটি ছক প্রদান করা হয়েছে, যাতে শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থীদের শিখনকালীন মূল্যায়ন করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিতে পারেন।

১ম থেকে ৩য় শ্রেণির ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা থেকে পারদর্শিতার নির্দেশক প্রণয়নের ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বেশ কয়েকটি কর্মশালার মাধ্যমে পারদর্শিতার নির্দেশক প্রণয়ন, এর যৌক্তিক মূল্যায়ন ও উপযোগিতা যাচাই করা হয়। কর্মশালাগুলোতে তথ্যজ্ঞ হিসাবে বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজন যেমন- বিষয়-বিশেষজ্ঞ, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং শ্রেণিশিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

এই মূল্যায়ন নির্দেশিকাটি এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে শিক্ষকগণ নির্দেশিকাটি পড়ে খুব সহজেই কাগজে-কলমে (ম্যানুয়ালি) অথবা কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়ন করতে পারেন। মূল্যায়ন কার্যক্রমকে অধিকতর সহজ করার জন্য একটি প্রোগ্রামভিত্তিক এক্সেল ফাইল তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে শিক্ষকবৃন্দ খুব সহজেই শিক্ষার্থী মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ করতে পারবেন এবং শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বর্ণনামূলক সনদ বা রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারবেন। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সহজভাবে পরিচালনা করার জন্য কয়েকটি ইনস্ট্রাকশনাল ভিডিও তৈরি করা হয়েছে। শ্রেণিশিক্ষকবৃন্দ উল্লিখিত উপকরণসমূহ ব্যবহার করে খুব সহজেই শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়ন করতে পারবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

শিখনকালীন মূল্যায়ন পদ্ধতি অধিকতর শিক্ষক-শিক্ষার্থী-বান্ধব করার জন্য এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। মূল্যায়ন নির্দেশিকা প্রণয়ন, প্রোগ্রামভিত্তিক এক্সেল ফাইল তৈরি, ইনস্ট্রাকশনাল ভিডিও তৈরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এটি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে যৌক্তিক মতামত/পরামর্শ মূল্যায়ন নির্দেশিকাটির পরিমার্জন ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

সূচিপত্র

ভূমিকা	৫
২০২৪ সালে দ্বিতীয় শ্রেণির শিখনকালীন মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়.....	৬
ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন.....	৬
খ) শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে করণীয়.....	৬
গ) মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি (Inclusion) বিষয়ক নির্দেশনা.....	৬
পরিশিষ্ট-১	৮
শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক (Performance Indicator) ৮	
ভালো	৯
পরিশিষ্ট ২	১৬
শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার রেকর্ড সংরক্ষণ.....	১৬
পরিশিষ্ট ৩.....	২১
মূল্যায়ন শেষে রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ	২১
পরিশিষ্ট ৪	২৭
রিপোর্ট কার্ডের নমুনা	২৭
পরিশিষ্ট- ৫.....	৩৩
প্রোগ্রামভিত্তিক এক্সেল ফাইল ব্যবহার করে রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুতকরণ	৩৩

ভূমিকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ অনুসারে সকল ধরনের শিখন মূল্যায়নের ভিত্তি হলো যোগ্যতা। কাজেই ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে যোগ্যতা পরিমাপ করার লক্ষ্যে মূল্যায়ন কার্যক্রম পরকল্পনা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানে যা শিখছে তা বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করে তাদের পারদর্শিতা প্রদর্শন করবে। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের এই পারদর্শিতাই মূল্যায়ন করবেন। এ নির্দেশিকায় শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও পারদর্শিতা মূল্যায়নের পদ্ধতি ধাপে ধাপে বর্ণিত হয়েছে।

মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ যেসকল বিষয় বিবেচনায় নিবেন-

১. জ্ঞান মুখস্থ করে মনে রাখা নয় বরং অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ বাস্তব জীবনে প্রয়োগের যোগ্যতা অর্জনই শিক্ষার্থীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই শিক্ষার্থীরা কি মাত্রায় এ যোগ্যতা অর্জন করতে পারছে তার ভিত্তিতেই তাকে মূল্যায়ন করা হবে।
২. নম্বরভিত্তিক ফলাফলের পরিবর্তে যোগ্যতা মূল্যায়নের ফলাফল হিসেবে শিক্ষার্থীরা কী পারছে তার বর্ণনা থাকবে।
৩. শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতাকে বিবেচনায় রেখে অধ্যয়নগুলোতে বিভিন্ন কাজ রাখা হয়েছে। এসকল কাজ চলাকালীন শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ (সামগ্রিক আচরণ) পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং সংগৃহীত তথ্যের আলোকে প্রতি অধ্যয়ন শেষে প্রদত্ত পারদর্শিতার নির্দেশক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর অর্জনোপযোগী যোগ্যতা অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করবেন।
৪. শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো বিনামূল্যের, স্বল্পমূল্যের অথবা পুনঃব্যবহারযোগ্য (রিসাইকেল) উপাদান দিয়ে তৈরি/সংগ্রহের বিষয়ে সচেতন হবেন এবং শিক্ষার্থীদেরও এ বিষয়ে উৎসাহিত করবেন। উপকরণের ব্যয়ভার শিক্ষার্থীর উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।
৫. মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে শিখনকালীন। শিক্ষক বছরে দুইবার (মাঝাসিক ও বার্ষিক) শিক্ষার্থীর অগ্রগতি রিপোর্ট প্রদান করবেন। শিক্ষার্থীর পুরো বছরের রেকর্ড বিবেচনায় নিয়ে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রস্তুত করতে হবে।

২০২৪ সালে দ্বিতীয় শ্রেণির শিখনকালীন মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থীরা কোনো শিখন যোগ্যতা অর্জনের পথে কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে প্রতিটি অর্জনোপযোগী যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক পারদর্শিতার নির্দেশক (Performance Indicator, PI) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পারদর্শিতার নির্দেশকের আবার তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে এই নির্দেশকে তার অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করবেন। দ্বিতীয় শ্রেণির এই বিষয়ের যোগ্যতাসমূহের পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ এবং তাদের তিনটি মাত্রা পরিশিষ্ট-১ এ দেওয়া আছে। প্রতিটি পারদর্শিতার নির্দেশকের তিনটি মাত্রাকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে ‘Good’, ‘Very good’, ‘Excellent’ শব্দ দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। পারদর্শিতার নির্দেশকের অর্জিত মাত্রার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনের মাত্রা নির্ধারিত হবে।

ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন

- ✓ এই মূল্যায়ন শিখন কার্যক্রম চলাকালে পরিচালিত হবে।
- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি অধ্যায় শেষে প্রদত্ত অর্জনোপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI (পরিশিষ্ট-১ দেখুন) ব্যবহার করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখনকালীন মূল্যায়ন রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীদের তথ্য ইনপুট দেওয়ার সুবিধার্থে পরিশিষ্ট-২ এ একটি ফাঁকা ছক দেওয়া আছে। এই ফাঁকা ছকে নির্দিষ্ট অধ্যায়/পাঠের নাম ও প্রযোজ্য PI নম্বর লিখে ধারাবাহিকভাবে সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট PI এর জন্য প্রদত্ত তিনটি মাত্রা থেকে প্রযোজ্য মাত্রাটি নির্ধারণ করে ‘Good’, ‘Very Good’, অথবা ‘Excellent’ এর মধ্যে প্রযোজ্যটিতে টিক চিহ্ন দিবেন। এখানে ‘Good’/‘ভালো’ দ্বারা ‘Beginner’/‘প্রারম্ভিক’, ‘Very Good’/‘খুব ভালো’ দ্বারা ‘Intermediate’/‘মধ্যবর্তী’ এবং ‘Excellent’/‘অতি উত্তম’ দ্বারা ‘Expert’/‘পারদর্শী’ বুঝানো হবে। শিক্ষার্থীর অর্জনোপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়নের রেকর্ড হার্ডকপি/সফটকপিতে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক যেসকল প্রমাণক (পাঠ্যপুস্তক, কর্মপত্র, ছবি, প্রজেক্ট, এসাইনমেন্ট ইত্যাদি) এর সাহায্যে পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করেছেন সেগুলো শিক্ষাবর্ষের শেষ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।

খ) শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে করণীয়

- ✓ যেহেতু দ্বিতীয় শ্রেণিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন করা হবে, তাই যদি কোনো শিখন কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থী আংশিক সময় বা পুরোটা সময় বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে তাহলে ঐ শিক্ষার্থীকে ঐ যোগ্যতাটি অর্জন করানোর জন্য প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

গ) মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি (Inclusion) বিষয়ক নির্দেশনা

- ✓ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চর্চা করার সময় জেন্ডার বৈষম্যমূলক ও মানব বৈচিত্র্য রক্ষার পরিপন্থী কোনো কৌশল বা নির্দেশনা ব্যবহার করা যাবেনা। যেমন- নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গবৈচিত্র্য ও জেন্ডার পরিচয়, সামর্থ্যের বৈচিত্র্য, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে আলাদা কোনো কাজ না দিয়ে সকলকে বিভিন্নভাবে তার পারদর্শিতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে হবে। এর ফলে, কোনো শিক্ষার্থীর যদি লিখিত বা

মৌখিক ভাব প্রকাশে চ্যালেঞ্জ থাকে তাহলে সে বিকল্প উপায়ে শিখন যোগ্যতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে। একইভাবে, কোনো শিক্ষার্থী যদি প্রচলিত ভাবে ব্যবহৃত মৌখিক বা লিখিত ভাব প্রকাশে স্বচ্ছন্দ না হয়, তবে সেও পছন্দমত উপায়ে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

- ✓ অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর বিশেষ কোনো শিখন চাহিদা থাকলে শিক্ষক তার সামর্থ্য নিয়ে সন্দ্বিহান থাকেন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই এ ধরনের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দক্ষতা/আগ্রহ/সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয়
- ✓ অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের শিখন উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

পরিশিষ্ট-১

শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক (Performance Indicator)

বিষয়: বিজ্ঞান

শ্রেণি: দ্বিতীয়

শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা	PI নম্বর	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
১.১ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশে জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত ও শ্রেণিকরণ করে এদের প্রতি যত্নশীল হওয়া। (০১)	PI-১	০৪.০২.০১.০১ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশে জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে।	নিকট পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারছে।	পরিবেশের বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারছে।	বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত ও তুলনা করতে পারছে।
	PI-২	০৪.০২.০১.০২ পরিবেশে জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করে এদের প্রতি যত্নশীল হতে পারছে।	উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করে জীবের যত্নের উপায় প্রকাশ করতে পারছে।	উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করে জীবের যত্ন নিতে উদ্যোগ নিয়েছে।	উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করে বিদ্যালয়ে ও নিকট পরিবেশে তাদের যত্ন করতে পারছে।

অধ্যায়: পঞ্চম

শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা	PI নম্বর	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
২.১ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানবদেহের বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ চিহ্নিত করে এদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হওয়া।(০২)	PI-৩	০৪.০২.০২.০১ মানবদেহের বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিহ্নিত করে এর কাজ ও প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করতে পারছে।	মানবদেহের বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ ও প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করতে সচেতন হয়েছে	মানবদেহের বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিহ্নিত করে এর কাজ ও প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করতে পারছে।	মানবদেহের বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিহ্নিত করে এর কাজ ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারছে।
২.২ পর্যবেক্ষণ ও প্রদর্শনের মাধ্যমে সুস্থভাবে জীবনযাপন করার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সুরক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জেনে নিজ ও অন্যের স্বাস্থ্য রক্ষায় দায়িত্বশীল হওয়া। (০৩)	PI-৪	০৪.০২.০৩.০১ সুস্থভাবে জীবনযাপন করার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সুরক্ষা করতে পারছে।	সুস্থভাবে জীবনযাপন করার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সুরক্ষার উপায় প্রকাশ করতে পারছে।	সুস্থভাবে জীবনযাপন করার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গ চিহ্নিত করে আলাদাভাবে তা সুরক্ষা করতে পারছে।	সুস্থভাবে জীবনযাপন করার জন্য নিজের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুরক্ষা করে অন্যকে উৎসাহিত করতে পারছে।
	PI-৫	০৪.০২.০৩.০২ পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জেনে নিজ ও অন্যের স্বাস্থ্য রক্ষায় দায়িত্বশীল হতে পারছে।	পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জেনে নিজে দায়িত্বশীল হয়েছে।	পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জেনে নিজ ও অন্যের স্বাস্থ্য রক্ষায় দায়িত্বশীল হয়েছে।	পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জেনে নিজ ও অন্যের স্বাস্থ্য রক্ষায় দায়িত্বশীল হয়েছে ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারছে।

অধ্যায়: দ্বাদশ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা	PI নম্বর	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৩.১ পরিচিত পরিবেশে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতার ভিত্তিতে বস্তুসমূহকে শ্রেণিকরণ করতে কৌতুহলী হওয়া। (04)	PI-6	04.02.04.01 পরিচিত পরিবেশে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারছে।	পরিচিত পরিবেশে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রকাশ করতে পারছে।	পরিচিত পরিবেশে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারছে।	পরিচিত পরিবেশে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে তা ব্যাখ্যা করতে পারছে।
	PI-7	04.02.04.02 পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুসমূহকে শ্রেণিকরণ করতে পারছে।	পরিচিত পরিবেশে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতার ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তুসমূহকে শ্রেণিকরণ করতে সচেষ্ট হয়েছে।	ভিন্ন পরিবেশে বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতার ভিত্তিতে বিভিন্ন নতুন বস্তুকে শ্রেণিকরণ করতে পারছে।	পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতার ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তুসমূহের শ্রেণিকরণ যুক্তি সহ করতে পারছে।

অধ্যায়: ত্রয়োদশ

			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
8.1 পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ, তাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা সমূহ শনাক্ত করে শক্তির অপচয় রোধে সচেতন হওয়া। (05)	PI-8	04.02.05.01 দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ, তাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনাসমূহ শনাক্ত পারছে।	দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ, তাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনাসমূহ প্রকাশ করতে পারছে।	দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ, তাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনাসমূহ শনাক্ত করে এগুলো সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে প্রকাশ করতে পারছে।	দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ, তাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনার আলোকে আলো, তাপ ও বিদ্যুতের ঘটনাসমূহ শনাক্ত করতে পারছে এবং ঘটনা সম্পর্কিত শক্তিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারছে।
	PI-9	04.02.05.02 দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ, তাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনাসমূহ শনাক্ত করে শক্তির অপচয় রোধে উদ্যোগ নিতে পারছে।	দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ, তাপ শক্তিসমূহ পরিমিতভাবে ব্যবহার করতে পারছে।	দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ, তাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা সমূহ শনাক্ত করে শক্তির অপচয় রোধে উদ্যোগ নিতে পারছে।	দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ, তাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা সমূহ শনাক্ত করে অন্যকে শক্তির অপচয় রোধে সচেতন করেছে।

অধ্যায়: অষ্টাদশ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা	PI নম্বর	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৫.১ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের উপাদানসমূহের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা শনাক্ত করতে কৌতুহলী হওয়া।(06)	PI-10	04.02.06.01 পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের উপাদানসমূহের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা শনাক্ত করতে পারছে।	পরিবেশের উপাদানসমূহের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা শনাক্ত করতে পারছে।	পরিবেশের উপাদানসমূহের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা শনাক্ত করে শ্রেণিকরণ করতে পারছে।	পরিবেশের উপাদানসমূহের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা শনাক্ত করে তা শ্রেণিকরণ করতে পারছে ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরছে।

অধ্যায়: উনবিংশ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা	PI নম্বর	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৬.১ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ চিহ্নিত করে দৈনন্দিন জীবনে এগুলো ব্যবহারে যত্নশীল হওয়া। (07)	PI-11	04.02.07.01 বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ চিহ্নিত করে দৈনন্দিন জীবনে এগুলোর যথাযথ ব্যবহার করতে পারছে।	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ চিহ্নিত করে এগুলোর দৈনন্দিন ব্যবহার করতে পারছে।	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ চিহ্নিত করে এগুলোর যথাযথ ব্যবহার করতে পারছে।	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ যথাযথ ব্যবহার করে অন্যকেও যথাযথ ব্যবহারে সহযোগিতা করতে পারছে।

অধ্যায়: একবিংশ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা	PI নম্বর	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৭.১ পর্যবেক্ষণ ও তুলনাকরণের মাধ্যমে ঋতুভেদে প্রকৃতির পরিবর্তন শনাক্ত করে মানব জীবনে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হওয়া। (08)	PI-12	04.02.08.01 ঋতুভেদে প্রকৃতির পরিবর্তন শনাক্ত করে মানব জীবনে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব তুলনা করতে পারছে।	ঋতুভেদে প্রকৃতির পরিবর্তন শনাক্ত করে মানব জীবনে এর প্রভাব প্রকাশ করতে পারছে।	ঋতুভেদে প্রকৃতির পরিবর্তন শনাক্ত করে মানব জীবনে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব তুলনা করতে পারছে।	ঋতুভেদে প্রকৃতির পরিবর্তন শনাক্ত করে মানব জীবনে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব তুলনা করে তা ব্যাখ্যা করতে পারছে।
	PI-13	04.02.08.02 শিক্ষার্থী ঋতু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপায় প্রকাশ করতে পারছে।	শিক্ষার্থী ঋতু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপায় প্রকাশ করতে পারছে।	শিক্ষার্থী ঋতু পরিবর্তনের সাথে নিজে খাপ খাওয়াতে পারছে।	শিক্ষার্থী ঋতু পরিবর্তনের সাথে নিজে খাপ খাওয়াতে পারছে এবং এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারছে।

অধ্যায়: ত্রয়োবিংশ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা	PI নম্বর	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৮.১ বিদ্যালয় ও বাড়িতে প্রযুক্তির ধরন ও ব্যবহার অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করে নিরাপদ ব্যবহারে সচেত্ব হওয়া। (09)	PI-14	04.02.09.01 বিদ্যালয় ও বাড়িতে ধরন ও ব্যবহার অনুযায়ী প্রযুক্তির শ্রেণিকরণ করে এগুলোর নিরাপদ ব্যবহার করতে পারছে।	বিদ্যালয় ও বাড়িতে ধরন ও ব্যবহার অনুযায়ী বিভিন্ন প্রযুক্তির শ্রেণিকরণ করে এগুলোর নিরাপদ ব্যবহার প্রকাশ করতে পারছে।	ধরন ও ব্যবহার অনুযায়ী প্রযুক্তির শ্রেণিকরণ করে নিজে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার করতে সচেত্ব হতে পারছে।	বিদ্যালয় ও বাড়িতে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার করে অন্যদের নিরাপদ ব্যবহারে সহযোগিতা করতে পেরেছে।

পরিশিষ্ট ২

শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার রেকর্ড সংরক্ষণ

দ্বিতীয় শ্রেণির অর্জনোপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক কোনো অভিজ্ঞতা শেষে কোন পারদর্শিতার নির্দেশকে ইনপুট দেবেন তা শিক্ষক সহায়িকার প্রতিটি অধ্যায়ের সাথে দেওয়া আছে। নির্দিষ্ট অর্জনোপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর যে পারদর্শিতা দেখে শিক্ষক তার অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন তা সংশ্লিষ্ট ছকে দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়নের পর কীভাবে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হয় তার একটি নমুনা ছক নিচে সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার উপাত্ত সংগ্রহের জন্য একটি খালি ছকও পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় খালি ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে সেখানে শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারবেন। নির্দিষ্ট অর্জনোপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার উপাত্ত সংগ্রহের খালি ছক পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় শিক্ষকগণ এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে নেবেন।

উদাহরণ

দ্বিতীয় শ্রেণির বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত দ্বিতীয় অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা মূল্যায়নের সুবিধার্থে একটি শিখনকালীন মূল্যায়ন ছক দেয়া হয়েছে যেখানে দুইটি পারদর্শিতার নির্দেশক নির্বাচন করা হয়েছে, সেগুলো হলো ০৪.০২.০১.০১ ও ০৪.০২.০১.০২ (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১ দেখুন)। শিক্ষক ছকটি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মাত্রা মূল্যায়ন করবেন। নিচে নমুনা হিসেবে কয়েকজন শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা কীভাবে রেকর্ড করবেন তা দেখানো হয়েছে।

শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার রেকর্ড সংগ্রহের ছক (নমুনা)

প্রতিষ্ঠানের নাম : সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	তারিখ:/...../.....
অধ্যায়: জীব ও জড়	শ্রেণি : দ্বিতীয়	বিষয় : বিজ্ঞান
		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর আহমেদ সাগর:

প্রযোজ্য পারদর্শিতার নির্দেশক (PI) নম্বর

রোল নং	নাম	০৪.০২.০১.০১	০৪.০২.০১.০২								
০১	তনিমা চৌধুরী	G v E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
০২	মারুফ আহমেদ	G v E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
০৩	অমিত কুণ্ডু	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
০৪	নিলুফার ইয়াসমিন	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
০৫	রুনা সরকার	G v E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
০৬	অর্ণব রোজারিও	G v E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E

বি.দ্র. দ্বিতীয় শ্রেণির বিজ্ঞান বিষয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় “পরিবেশে জীব” এ মূল্যায়নের জন্য দুইটি পারদর্শিতার নির্দেশক আছে, তাই এখানে দুইটি PI নম্বর লিখে মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং বাকি ঘরগুলো ফাঁকা আছে। বিষয় ও অধ্যায় ভেদে PI সংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে, সেক্ষেত্রে শিক্ষকগণ নিজের মতো করে ছক প্রস্তুত করে মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ করতে পারবেন।

শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার রেকর্ড সংগ্রহের ছক

প্রতিষ্ঠানের নাম :						শিক্ষকের নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ
অধ্যায় :	শ্রেণি: ...	বিষয়: ...				

		প্রযোজ্য PI নং									
রোল নং	শিক্ষার্থীর নাম										
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E

		G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E						
		G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E			
		G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E			
		G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E			
		G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E			
		G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E			
		G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E			
		G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E
		G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E
		G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V	E

পরিশিষ্ট ৩

মূল্যায়ন শেষে রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ প্রস্তুতকরণ

শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে হবে। এই রিপোর্ট কার্ডে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে এক নজরে সকল বিষয়ে একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া থাকবে। এই রিপোর্ট কার্ড থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার অবস্থান বুঝতে পারেন। রিপোর্ট কার্ডটি শিক্ষকগণ কীভাবে নিজেই প্রস্তুত করবেন, তা ধাপে ধাপে নিচে বর্ণনা করা হয়েছে। রিপোর্ট কার্ডটির একটি নমুনা ফরম্যাট পরিশিষ্ট ৪ এ সংযুক্ত করা আছে। এছাড়াও একটি মূল্যায়ন অ্যাপে ব্যবহার করে সহজেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থীদের রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করা যাবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করা সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এখানে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করে এবং নমুনা (ফরম্যাট পরিশিষ্ট ৪) ব্যবহার করে নিজেই ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিটি বিষয়ের অর্জনোপযোগী যোগ্যতাগুলিকে কতগুলি পারদর্শিতার নির্দেশকে বিভক্ত করা হয়েছে (পরিশিষ্ট ১)। আবার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অর্জনোপযোগী যোগ্যতা ও পারদর্শিতার নির্দেশকগুলোকে গুছ করে কয়েকটি কয়েকটি পারদর্শিতার ক্ষেত্র (Performance Strand)-এ বিভক্ত করা হয়েছে। [রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না, বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রের (Strand) মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।]

দ্বিতীয় শ্রেণির বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বর্ণিত ৯ টি অর্জনোপযোগী যোগ্যতার আলোকে ১৪টি পারদর্শিতার নির্দেশক প্রস্তুত করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-১)। এদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পারদর্শিতার নির্দেশকগুলোকে নিয়ে ৫ টি পারদর্শিতার ক্ষেত্র (Performance Strand) চিহ্নিত করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

- ১। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান
- ২। বস্তুর গঠন ও আচরণ
- ৩। বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ
- ৪। বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া
- ৫। স্থিতি ও পরিবর্তন

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, "বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান" পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্জনোপযোগী যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	দ্বিতীয় শ্রেণির সংশ্লিষ্ট অর্জনোপযোগী একক যোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান	১.১ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশে জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত ও শ্রেণিকরণ করে এদের প্রতি যত্নশীল হওয়া।	04.02.01.01 পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশে জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে।

	৩.১ পরিচিত পরিবেশে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতার ভিত্তিতে বস্তুসমূহকে শ্রেণিকরণ করতে কৌতুহলী হওয়া।	04.02.04.01 পরিচিত পরিবেশে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারছে।
	৫.১ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের উপাদানসমূহের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা শনাক্ত করতে কৌতুহলী হওয়া।	04.02.06.01 পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের উপাদানসমূহের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা শনাক্ত করতে পারছে।
	৬.১ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ চিহ্নিত করে দৈনন্দিন জীবনে এগুলো ব্যবহারে যত্নশীল হওয়া।	04.02.07.01 বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ চিহ্নিত করে দৈনন্দিন জীবনে এগুলোর যথাযথ ব্যবহার করতে পারছে।
	৮.১ বিদ্যালয় ও বাড়িতে প্রযুক্তির ধরন ও ব্যবহার অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করে নিরাপদ ব্যবহারে সচেতন হওয়া।	04.02.08.01 বিদ্যালয় ও বাড়িতে ধরন ও ব্যবহার অনুযায়ী প্রযুক্তির শ্রেণিকরণ করে এগুলোর নিরাপদ ব্যবহার করতে পারছে।
	৮.১ বিদ্যালয় ও বাড়িতে প্রযুক্তির ধরন ও ব্যবহার অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করে নিরাপদ ব্যবহারে সচেতন হওয়া।	04.02.09.01 বিদ্যালয় ও বাড়িতে ধরন ও ব্যবহার অনুযায়ী প্রযুক্তির শ্রেণিকরণ করে এগুলোর নিরাপদ ব্যবহার করতে পারছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র (Performance strands for science)	দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা (Description of the PI strands for class two)
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান	পরিকল্পনা বাছাই থেকে শুরু করে ফলাফল যাচাই করা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সকল ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে।
বস্তুর গঠন ও আচরণ	বিভিন্ন বস্তুর গঠন ও বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করেছে।
বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ	প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে।
বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া	বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে শক্তির বিভিন্ন রূপ এবং এদের রূপান্তর খুঁজে বের করেছে।
স্থিতি ও পরিবর্তন	কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু প্রতিটি বিষয়ে পারদর্শিতার নির্দেশকের সংখ্যা অনেকগুলো এবং এদের পারদর্শিতার মাত্রা (Good, Very good, Excellent) ৩টি, এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান বোঝা সম্ভব হয় না। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই যাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে এজন্য এই অবস্থানকে ৭ ধাপের একটি মূল্যায়ন স্কেল দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

মূল্যায়ন স্কেলের ধাপগুলো নিম্নরূপ:

- অনন্য (Upgrading)
- অর্জনমুখী (Achieving)
- অগ্রগামী (Advancing)
- সক্রিয় (Activating)
- অনুসন্ধানী (Exploring)
- বিকাশমান (Developing)
- প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

অনন্য (Upgrading)

অর্জনমুখী (Achieving)

অগ্রগামী (Advancing)

সক্রিয় (Activating)

অনুসন্ধানী (Exploring)

বিকাশমান
(Developing)

প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (“E” চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (“G” চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

এই কাজটি করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} \times 100$$

উদাহরণস্বরূপ, ‘বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান’ শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ৬টি (04.02.01.01; 04.02.04.01; 04.02.06.01, 04.02.07.01; 04.02.08.01; 04.02.09.01)। কোনো শিক্ষার্থী এই ৪টি PI এর মধ্যে ২টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (“E” চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। বাকি একটিতে সর্বনিম্ন (“G” চিহ্নিত পর্যায়) এবং আরেকটিতে মধ্যবর্তী পর্যায় (“V” চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	: ৬টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা :	৫টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা :	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{5 - 1}{6} \times 100 = 66.66\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হবে শিক্ষার্থীর অবস্থান পারদর্শিতার কোন স্তরে। পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

লক্ষ্যণীয় যে,

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
 - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (“E” চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (“G” চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋণাত্মক হবে:
 - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (“E” চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (“G” চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
 - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (“E” চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (“G” চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
 - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (“V” চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

নিচের ছকে পারদর্শিতার সবগুলো স্তর নির্ধারণের শর্তগুলো দেওয়া হলো:

পারদর্শিতার ধাপ	পারদর্শিতার ধাপ নির্ধারণের শর্ত
অন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার ধাপ নির্ণায়ক মান = ১০০%
অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার ধাপ নির্ণায়ক মান $\geq 50\%$
অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার ধাপ নির্ণায়ক মান $\geq 25\%$
সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার ধাপ নির্ণায়ক মান $\geq 0\%$

অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার ধাপ নির্ণায়ক মান $\geq -25\%$
বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার ধাপ নির্ণায়ক মান $\geq -50\%$
প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার ধাপ নির্ণায়ক মান $\geq -100\%$

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ৬০% হলে ওই শিক্ষার্থীর অবস্থান হবে ‘অন্য (Upgrading)’।

রিপোর্ট কার্ড বা সমদে, ‘বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান’ পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে নিম্নরূপ:

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান						
পরিকল্পনা বাছাই থেকে শুরু করে ফলাফল যাচাই করা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সকল ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে।						

একইভাবে অন্যান্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রগুলোতে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ণয় করতে হবে।

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, বিজ্ঞান বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি দ্বিতীয় শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

Sl. No.	PI Strands	Explanation of PI Strands	PI Number (Index)	Remark
১	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান	পরিকল্পনা বাছাই থেকে শুরু করে ফলাফল যাচাই করা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সকল ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে।	04.02.01.01	PI-1
			04.02.04.01	PI-6
			04.02.06.01	PI-10
			04.02.07.01	PI-11
			04.02.08.01	PI-12
			04.02.09.01	PI-14
২	বস্তুর গঠন ও আচরণ	বিভিন্ন বস্তুর গঠন ও বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করেছে।	04.02.01.02	PI-2
			04.02.02.01	PI-3
			04.02.03.01	PI-4
			04.02.04.02	PI-7
৩	বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ	প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে।	04.02.01.02	PI-2
			04.02.03.01	PI-4
			04.02.03.02	PI-5

Sl. No.	PI Strands	Explanation of PI Strands	PI Number (Index)	Remark
			04.02.07.01	PI-11
			04.02.08.02	PI-13
			04.02.09.01	PI-14
৪	বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া	বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে শক্তির বিভিন্ন রূপ এবং এদের রূপান্তর খুঁজে বের করেছে।	04.02.05.01	PI-8
			04.02.05.02	PI-9
৫.	স্থিতি ও পরিবর্তন	কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে।	04.02.08.01	PI-12

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৪ দ্রষ্টব্য)।

পরিশিষ্ট ৪
রিপোর্ট কার্ডের নমুনা

পারদর্শিতার সনদ (ষাণ্মাসিক /বার্ষিক)

প্রতিষ্ঠানের নাম:

শিক্ষার্থীর নাম:

রোল নম্বর:

শ্রেণি: ...

শাখা:

শিক্ষাবর্ষ: ২০২৪

বাংলা

যোগাযোগ						
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত উপায়ে ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ করেছে						

ভাষারীতি						
বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে তার মূলভাব বুঝতে পেরেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন ধরনের বাক্য ব্যবহার করেছে						

প্রায়োগিক যোগাযোগ						
নিজস্ব পর্যবেক্ষণসহ বর্ণনামূলক ভাষায় লিখতে পেরেছে						

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ						
জীবন ও পরিপার্শ্বের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে						

মানবিক চিন্তন						
নিজের মতামত সম্পর্কে অন্যদের সমালোচনা ইতিবাচকভাবে নিয়েছে ও অন্যের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে						

English

Communication						
Communication with relevance to a given context						

Linguistic norms						
Contextualises responses using appropriate vocabulary and expressions						

Democratic practice						
Promote democratic atmosphere in communication and participates accordingly						

Creative expression						
Interprets and connects to a literary text using contextual clues						

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান	সংখ্যা ও পরিমাণ	আকৃতি
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া ব্যবহার করেছে	সমস্যা সমাধানে সংখ্যা ও পরিমাণের বিভিন্ন ধারণা ব্যবহার করেছে	জ্যামিতিক আকৃতি যুক্তিসহ চিনতে পেরেছে এবং সেগুলোর প্যাটার্ন উদঘাটন করে অঙ্কন করতে পেরেছে
গাণিতিক সম্পর্ক	সম্ভাব্যতা	
বিভিন্ন সংখ্যা ও পরিমাণের মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ক স্থাপন করে সমস্যা সমাধান করেছে	প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে যৌক্তিকভাবে সাজিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে	

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান	বস্তুর গঠন ও আচরণ	বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া
পরিকল্পনা বাছাই থেকে শুরু করে ফলাফল যাচাই করা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সকল ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে	বিভিন্ন বস্তুর গঠন ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করেছে	বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে শক্তির বিভিন্ন রূপ ও এদের রূপান্তর খুঁজে বের করেছে
স্থিতি ও পরিবর্তন	বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ	
কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে	প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দিয়েছে	

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান	ধর্মীয় বিধিবিধান	ধর্মীয় মূল্যবোধ
ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে অনুসরণ করেছে	মৌলিক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা আনুযায়ী ধর্মীয় আচার অনুসরণ করেছে	ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলেমিশে কল্যাণমূলক কাজ করেছে

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়

আত্মপরিচয়

লিখিত ও অলিখিত উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

লিখিত ও অলিখিত উৎস থেকে তথ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান অনুসন্ধান করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো

বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা

সময় ও অঞ্চলভেদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা

সময় ও ভৌগলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সমাজের বিভিন্ন উপাদান ও কাঠামোর পরিবর্তন পর্যালোচনা করে নিজ প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা

আত্মবিশ্লেষণ ও ব্যবস্থাপনা

শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উপলব্ধি করে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যায় উদ্যোগী হয়েছে

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা

কাউকে কষ্ট না নিয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেছে

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা

পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে

শিল্পকলা

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর

প্রকৃতির রূপ ও ঘটনাপ্রবাহ নিজের মতো করে বিভিন্নভাবে প্রকাশের আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ

শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার পরিবেশনা উপভোগ করতে পারছে এবং সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা

দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার প্রকাশ করছে

পারদর্শিতার সনদে ৭ ধাপের মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হয়েছে নিম্নরূপে:



= অন্য (Upgrading)

উপস্থিতির হার : %



= অর্জনমুখী (Achieving)

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য:



= অগ্রগামী (Advancing)

.....



= সক্রিয় (Activating)

.....



= অনুসন্ধানী (Exploring)

.....



= বিকাশমান (Developing)

.....



= প্রারম্ভিক (Elementary)

.....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য:

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

.....
.....

আরও উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

অভিভাবকের মন্তব্য:

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছে:

.....
.....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা যা করতে পারি:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর
তারিখ:

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর
তারিখ:

অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ:

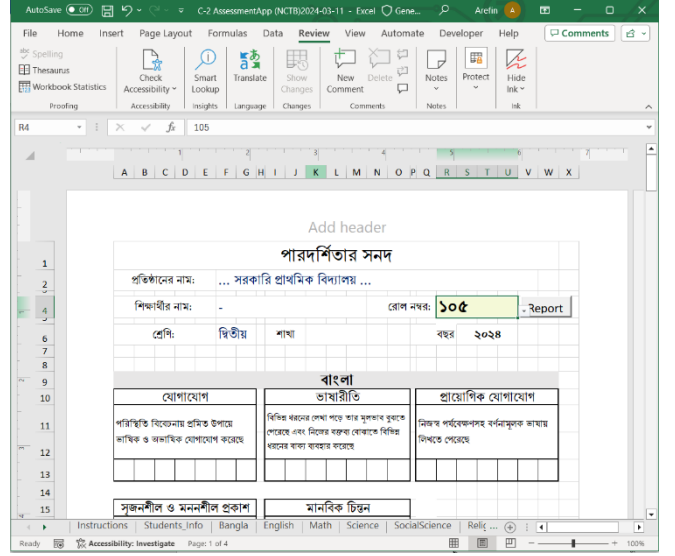
পরিশিষ্ট- ৫

প্রোগ্রামভিত্তিক এক্সেল ফাইল ব্যবহার করে রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুতকরণ

শিক্ষার্থীদের শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করার জন্য একটি প্রোগ্রামভিত্তিক Excel ফাইল প্রস্তুত করা হয়েছে। এই ফাইলের তথ্য সম্পূর্ণ অফলাইন, তাই এর মাধ্যমে অনলাইনে কোনো তথ্য প্রেরণ বা শেয়ার করা সম্ভব হবেনা। বিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষকগণ স্থানীয়ভাবে অফলাইনে শিক্ষার্থীদের শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ এবং রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করার জন্য এই ফাইল ব্যবহার করতে পারবেন।

এই ফাইলটির ভেতরে কিছু প্রোগ্রামিং কোড আছে যে কারণে এই ফাইলটি ওপেন করার সময় কিছু সতর্কতামূলক মেসেজ আসবে (যেমন: "Security Risk ..." বা Warning), কিন্তু তাতে বিচলিত না হয়ে প্রয়োজনীয় অনুমতি (permission) প্রদান করলে ফাইলটি ওপেন হবে।

কীভাবে অনুমতি দিতে হয় নিচের চিত্রে ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হয়েছে।

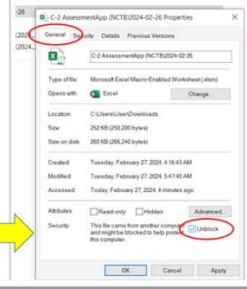
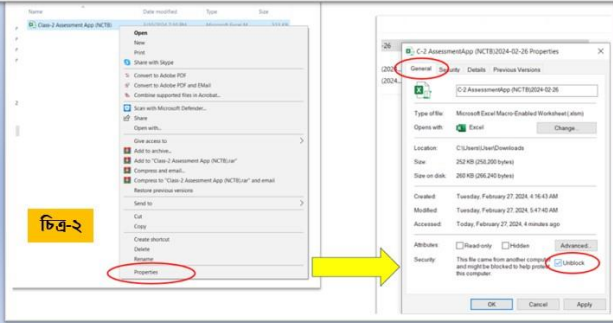
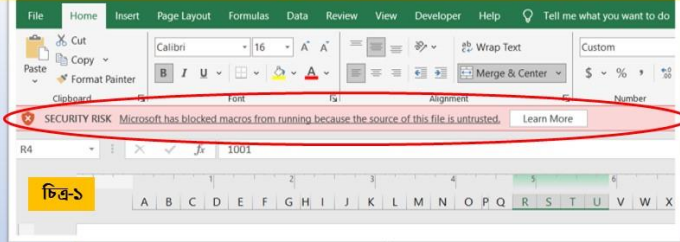


মূল্যায়ন তথ্য সংরক্ষণ এবং রিপোর্ট কার্ড তৈরির জন্য Excel ফাইল AssessmentApp নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট বা লিংক থেকে ডাউনলোড করুন।

ডাউনলোড করার পর প্রথমবার ফাইলটি ওপেন করলে একটি **SECURITY RISK** মেসেজ (চিত্র-১) আসতে পারে (তবে সবার কম্পিউটারে এটি নাও হতে পারে)। যদি মেসেজ আসে তবে প্রথমে ফাইলটি বন্ধ করুন, তারপর নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন।

ধাপ-১

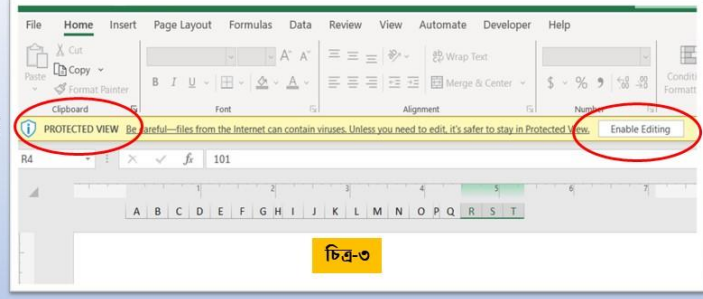
ফাইলটির উপর রাইট ক্লিক → Properties → General ট্যাবের নিচে Unblock এ টিক → Apply এবং Ok ক্লিক করুন → এরপর ফাইলটি আবার ওপেন করুন।



ধাপ-২

ফাইলটি ওপেন হলে উপরে একটি মেসেজ “PROTECTED VIEW) আসতে পারে (চিত্র-৩) ... সেখানে ...Enable Editing... এ ক্লিক করুন। তারপর অবশ্যই ফাইলটি সেভ করবেন (File মেনু→Save)

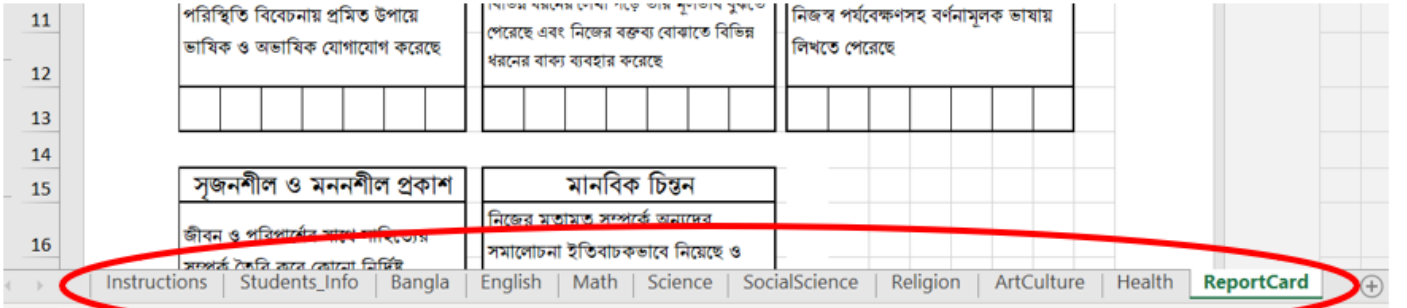
উপরের কাজটি সম্পন্ন করলে ফাইলটি যথাযথভাবে কাজ করবে। একবার উপরের ধাপগুলো সম্পন্ন করে ফাইলটি সেভ (File মেনু→Save) করলে সিকিউরিটি রিস্ক মেসেজটি আর দেখাবে না।



উল্লেখ্য, কিছু কম্পিউটারে SECURITY RISK/WARNING অথবা PROTECTED VIEW মেসেজ নাও আসতে পারে। আবার কিছু কম্পিউটারে SECURITY RISK/WARNING মেসেজটি আসবে না, কিন্তু PROTECTED VIEW মেসেজটি আসতে পারে। সেক্ষেত্রে শুধু ২নং ধাপটি সম্পন্ন করে সেভ দিতে হবে।

ব্যবহার নির্দেশনা

১। এই Excel ফাইলটি শিক্ষার্থীদের অর্জিত পারদর্শিতার রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করার জন্য প্রোগ্রাম করা হয়েছে। এখানে ১১টি Worksheet (পেজ/ট্যাব) আছে, সেগুলো হলো: Instructions, Student_Info, Bangla, English, Math, Science, SocialScience, Religion, ArtCulture, Health এবং ReportCard. প্রতিটি Worksheet-এ ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন।



২। প্রথমেই শিক্ষকগণ Instructions পেজ/ট্যাব ক্লিক করে নির্দেশনাগুলো পড়ে নেবেন।

৩। এরপর Student_Info তে ক্লিক করে দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রোল ও নাম লিখে দেবেন। ইউনিকোড বাংলায় রোল ও নাম লিখতে হবে। দ্বিতীয় শ্রেণিতে যদি একাধিক শাখা থাকে, তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন একই রোল একাধিক শাখায় ব্যবহার না হয়। ধরা যাক, একটি বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে দুইটি শাখা আছে : 'ক' ও 'খ'। যদি ক ও খ দুই শাখারই শিক্ষার্থীদের রোল ১ থেকে শুরু হয়, তবে সেক্ষেত্রে ক শাখার রোল ১০১ দিয়ে শুরু করা যেতে পারে এবং খ শাখার শিক্ষার্থীদের রোল ২০১ থেকে শুরু হতে পারে। অথবা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের সুবিধামতো রোল নিধারণ করবেন। শুধু খেয়াল রাখতে হবে যে, একই রোল যেন একাধিক শিক্ষার্থীর না হয়। যদি শাখা না থাকে তবে বিদ্যালয়ে প্রচলিত রোল/আইডি নম্বর লিখতে হবে। লক্ষণীয় যে, রোল নম্বরে শুধুমাত্র অংক বা সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে, কোনো অক্ষর, চিহ্ন বা টেক্সট লেখা যাবে না। শিক্ষার্থীদের রোল ও নাম লেখা হয়ে গেলে উপরে বিদ্যালয়ের নাম লিখবেন। এরপর ডানপাশে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকগণের নাম লিখবেন। এই নামগুলো পরবর্তী কাজে ব্যবহৃত হবে, তাই অবশ্যই লিখতে হবে।

৪। **Student_Info** তে শিক্ষার্থীদের রোল ও নাম এবং শিক্ষকগণের নাম লেখা সম্পন্ন হলে সেই রোল ও নামগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সকল বিষয়ভিত্তিক পৃষ্ঠায় (**Worksheet**) চলে যাবে। শিক্ষার্থীদের রোল ও নাম লেখা হয়ে গেলে **Bangla, English, Math, Science, SocialScience, Religion, ArtCulture, Health** প্রতিটি **Worksheet**-এ ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন যে শিক্ষার্থীদের রোল ও নাম দেখা যাচ্ছে কিনা। সুতরাং, শুধুমাত্র **Student_Info** তে শিক্ষার্থীদের রোল ও নাম একবারই লিখতে হবে। অন্যান্য পেজ/**worksheet** এ আর লিখতে হবে না।

৫। এরপর শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়নের রেকর্ড ইনপুট/সংরক্ষণ করার জন্য নির্দিষ্ট পেজ/**worksheet** এ ক্লিক করে তথ্য প্রদান করতে হবে। যেমন, বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন রেকর্ড করতে **Bangla** ওয়ার্কশিটে ক্লিক করতে হবে। এরপর শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের নামের পাশে নির্দিষ্ট **PI (Performance Indicator)** এর বিপরীতে **G, V** অথবা **E** ইনপুট দিতে হবে। উল্লেখ্য, **G=Good, V=Very Good** এবং **E=Excellent** বুঝায়। এখানে সর্বোচ্চ মান হলো **E**, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মান হলো **V**, এবং সর্বনিম্ন মান **G**।

৬। যদি একটি **PI** একাধিকবার মূল্যায়ন হয় তবে প্রাপ্ত মাত্রাগুলোর মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ মান বহন করে, সেটিই ইনপুট দিতে হবে। ধরা যাক, বাংলা বিষয়ের যেকোনো একটি **PI** তিনবার মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং একজন শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন তিনবারে তিনরকম হয়েছে, যথাক্রমে: **G, E, V**। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রেকর্ড **E** ইনপুট করতে হবে। আবার আরেকজন শিক্ষার্থীর তিনবারের মূল্যায়ন হয়েছে যথাক্রমে: **G, V, G**। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রেকর্ড **V** ইনপুট করতে হবে। অন্য আরেকজন শিক্ষার্থীর তিনবারের মূল্যায়ন হয়েছে যথাক্রমে: **G, G, G**। এক্ষেত্রে রেকর্ড **G** ইনপুট করতে হবে।

৭। একইভাবে অন্যান্য সকল বিষয়ের (**English, Math, Science, SocialScience, Religion, ArtCulture, Health**) মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সহায়ক দেখে সম্পন্ন করতে হবে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন রেকর্ড (**PI** তথ্য) এই **Excel** ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে।

৮। সকল বিষয়ের **PI** তথ্য ইনপুট দেয়া হয়ে গেলে **ReportCard** ওয়ার্কশিট/পেজ-এ ক্লিক করে “রোল নম্বর” ঘরে একজন শিক্ষার্থীর রোল নম্বর ডপ-ডাউন লিস্ট থেকে সিলেক্ট করে পাশের ‘**Report**’ বাটনে ক্লিক করতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে ঐ শিক্ষার্থীর নামসহ রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত হয়ে যাবে। রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত হয়ে গেলে উপরে **File** মেনুতে ক্লিক করে সরাসরি প্রিন্ট করা যাবে অথবা রিপোর্ট কার্ড **pdf** আকারে সংরক্ষণ করা যাবে। রিপোর্ট কার্ডের নির্ধারিত অংশে প্রয়োজনীয় মন্তব্য ও স্বাক্ষর করে তা শিক্ষার্থীর অভিভাবককে দেয়া যেতে পারে।

৯। প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য পৃথকভাবে ৮নং ধাপটি সম্পন্ন করতে হবে।

বি.দ্র. এই **Excel** ফাইল ব্যবহার করে রিপোর্ট কার্ড তৈরির পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়াটি একটি ভিডিও টিউটোরিয়ালে দেখানো হয়েছে যা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) (<http://www.nctb.gov.bd/>) এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

(সমাপ্ত)